জীবননগরে জামায়াতের সাংবাদিক সম্মেলন

স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতার হামলায় নিহত জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমান হত্যাকাণ্ডের সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরা এবং দ্রুত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানাতে গতকাল বুধবার বিকেল ৪টায় উপজেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী’র জীবননগর শাখা।

সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারির হামলার ঘটনায় এলাকায় এখনো উত্তেজনা ও উদ্বেগ বিরাজ করছে। তারা হামলার পেছনের নেপথ্য রাজনৈতিক প্ররোচনা উদ্ঘাটন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং তদন্তে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবি জানান। পাশাপাশি আহতদের চিকিৎসা সহায়তা ও নিহতের পরিবারের প্রতি রাষ্ট্রীয় মানবিক সহায়তার আহ্বান জানানো হয়।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে একটি নিরপেক্ষ তদন্তই এখন সময়ের দাবি।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা আমির সাজেদুর রহমান, নায়েবে আমির হাফেজ বিল্লাল হোসেন, মো. শাখাওয়াত হোসেন, উপজেলা সেক্রেটারি মো. মাহফুজুর রহমান, আবু বকর সিদ্দিক, উপজেলা আইটি সম্পাদক মো. হারুনুর রশিদ এবং জীবননগর পৌর আমির ফিরোজ হোসেন প্রমুখ।

জীবননগরে বিএনপি নেতাদের জড়িয়ে ফেইসবুক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা অপপ্রচার এবং গুজবের

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সাংবাদিক সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গা জীবননগরে বিএনপি নেতাদের জড়িয়ে ফেইসবুক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা অপপ্রচার এবং গুজবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংবাদ সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময় জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়ন বিএনপি’র আয়োজনে বন্দর মাঠে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সীমান্ত ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল গনির সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা ও সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শাজাহান আলী, উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ন সাধারন সম্পাদক ও উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মঈন উদ্দিন ময়েন, সীমান্ত ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক বদর উদ্দিন বাদল, সাংগঠনিক সম্পাদক আইয়ুব আলী,দুই নাম্বার ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সহ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের বিএনপি নেতা কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, বিএনপি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং জনপ্রিয় দল। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি ভালো অবস্থানে রয়েছে। বিএনপির এই ভালো অবস্থান ও দলের সুনাম নষ্ট করার জন্য দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে সীমান্ত ইউনিয়ন বিএনপি।

তারা আরো বলেন, সম্প্রতি গোয়ালপাড়ার ৫ জনকে অপহরণ নিয়ে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো হচ্ছে। তবে আপনারা লক্ষ্য করবেন, উদ্ধার হওয়ার পর সাধারণ কৃষক স্বপন আলীসহ আরও দুজন জানিয়েছেন, তাদের অপহরনের সঙ্গে আব্দুল মজিদ, শাহিন, সাইফুল, রুহুল ও লালন, যারা অপহরন করেছে তারা সবাই যশোর এলাকার ভারতীয় স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের লোক। জীবননগরের আর কেউ অপহরনের সঙ্গে ছিল না। একই কথা জানিয়েছে তাদের পরিবারের সদস্যরা। তারপরও জীবননগর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মঈন উদ্দীন ময়েনসহ বিএনপি নেতাদের নিয়ে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো হচ্ছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

আপনারা অপহরণ হওয়া ব্যক্তি ও পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বললে জানতে পারবেন, মঈন উদ্দীন ময়েন অপহরনের ঘটনার ২-৩ দিন পর অপহৃত একজনের আত্মীর মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পারেন। পরে তাদের অনুরোধে গোয়ালপাড়া গ্রামে যান। পরে আব্দুল মজিদসহ অপহরনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের ছাড়ানোর চেষ্টা করেন। তবে বিষয়টি সমাধান করতে না পারায় তিনি প্রশাসনের দারস্ত হওয়ার জন্য বলেন। এ ঘটনার সঙ্গে এর বাইরে তার কোনো সম্পৃক্তাতা নেই। তিনি উপকার করতে গিয়ে নানা মিথ্যা অপবাদের শিকার হচ্ছেন। আমরা এই মিথ্যা অপপ্রচার ও গুজবের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা সাংবাদিকের বিষয়টি আরও তদন্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি।

মেহেরপুরের বারাদীতে সাংবাদিক সম্মেলন

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে মেহেরপুর সদর উপজেলা যুবদলের সভাপতি লিয়াকত আলী মেম্বার ।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে বারাদী ইউনিয়ন বিএনপি কার্যালয়ে এই সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জানা যায়, বেশ কয়েক মাস যাবত একটি কুচক্রী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সদর উপজেলা যুবদলের সভাপতি লিয়াকত আলী সহ বারাদী ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির, যুবদল নেতা আঃ হালিম ও রিপন আহমেদ এর নামে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে বিভিন্ন ধরনের ছবি পোস্ট করে। গত কয়েকদিন আগে ফেসবুকে রুকাইয়া আফরিন নামের একটি আইডি থেকে বিএনপি’র এই সকল নেতাদের নামে চাঁদাবাজি নির্মাণ শ্রমিককে মারধর বারাদী খামারে শ্রমিক নিয়োগের বাণিজ্য দখলবাজি নকল সিগারেট বিক্রি ও মাদক ব্যবসা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে একটি পোস্ট করা হয় । এরই প্রতিবাদে সদর উপজেলা যুবদলের সভাপতি লিয়াকত আলী সাংবাদিক সম্মেলন করেন।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, কতিপয় কুচক্রী মহল সামাজিক যোগাযোগ

মাধ্যম ফেসবুকে ভুয়া আইডি খুলে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও মানহানিকর পোস্ট করে আমার ইমেজ ক্ষুন্ন করার মিথ্যা অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এবং বারাদী ইউনিয়নবাসীর সামনে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমার বিরুদ্ধে যে প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন যা আমার জন্য বিব্রত কর। আমি এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। আমার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ আনা হয়েছে তার সাথে আমার কোন সম্পৃক্ততা নেই। একজন নির্মাণ শ্রমিককে ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাকে ইঞ্জিনিয়ার সাজিয়ে জোরপূর্বক মিথ্যা স্বীকারোক্তি মূলক অডিও ক্লিপ বানিয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগ করেছে। আমাকে সমাজের চোখে অপরাধী বানানোর জন্য আমার মান-সম্মান নষ্ট করার জন্য আমাকে মাদক ব্যবসায়ী বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে। আমি কোন ধরনের নেশা মাদকদ্রব্যের সাথে সম্পৃক্ত নয় আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাকাণ্ড ছড়ানো হয়েছে।

মেহেরপুর সদরের বারাদী বিএডিসি ফার্মে শ্রমিক নিয়োগ দিয়ে অর্থ বাণিজ্য নিয়ে মিথ্যাচার করা হয়েছে। সুপ্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ আপনারা বিএডিসিতে কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের কাছে সরেজমিনে পরিদর্শন করে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন । আমি এইগুলোর সাথে জড়িত কি না? যারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছে তারা পরাজিত শক্তি, তারা অপরাজনীতি শুরু করেছে। অতীতে আওয়ামী প্রতিহিংসার শিকার হয়ে আমি মামলা হামলার শিকার হয়েছি। এখনো আমাকে সেই স্বৈরাচারের দোসররা বিভিন্নভাবে পরাজিত করতে বিএনপি’র ঊর্ধ্বতন নেতাদের কাছে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছে। আমাকে যেন দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। সেজন্য আমার বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছে।

এর আগেও আমার বিরুদ্ধে এই ধরনের মিথ্যা অপপ্রচার ছড়ানো হয়েছিল। আমি মেহেরপুর সদর থানায় এ বিষয়ে একটি সাধারণ ডায়েরি করেছি। তারপরেও তারা একের পর এক মানহানিকর মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা বাসীর নিকট আবেদন জানায়, আমার বিরুদ্ধে এই ধরনের গুজব মিথ্যা প্রোপাগান্ডা মূলক কোনো ফেসবুক পোস্ট আপনারা বিশ্বাস করবেন না। এগুলোর সাথে আমি জড়িত নই বা এই ধরনের কাজের সাথে আমার কোন সম্পৃক্ততা নাই। তিনি আরো বলেন, আমি ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্বাচন করার ইচ্ছা পোষণ করেছি। আমার জনপ্রিয়তায় তারা ঈর্ষান্বিত হয়ে সামাজিকভাবে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এই ধরনের মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। আমি এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি সেই সাথে এই কুচক্রীদের আইনের আওতায়

এনে কঠোর শাস্তির আবেদন জানাচ্ছি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ বিএনপি নেতা মীর আবুল হাশেম, বিএনপি নেতা নাসির উদ্দিন মেম্বার, কামরুজ্জামান মুকুল মেম্বার, আফারুল ইসলাম ডাবলু, আশরাফুজ্জামান আলিহিম মেম্বার, ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি লাল মোহাম্মদ, যুবদল নেতা দেওয়ান শফিকুল ইসলাম শফি, শ্রমিক ইউনিয়ন নেতা শফিকুল আজম সহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় ৩৭ পরিবারের সাংবাদিক সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার ৩৭ জন বেকার উন্নত জীবনের আশায় ইতালি যাওয়ার পথে দালালদের হাতে বন্দি মুক্তিপণ দিতে গিয়ে নিঃস্ব পরিবারগুলো পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১টায় চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে জানান, আলমডাঙ্গায় ইতালি নেয়ার পথে লিবিয়ায় দালালদের হাতে বন্দি হয়ে আছেন আলমডাঙ্গার ৩৭ জন যুবক। তাদের ওপর চালানো হচ্ছে মধ্যযুগীয় নির্যাতন। ভিডিও কলের মাধ্যমে সেই অমানবিক নির্যাতনের চিত্র দেখিয়ে পরিবারের কাছে মোটা অংকের মুক্তিপণ দাবি করছে চক্রটি। অভিযোগ উঠেছে, আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের জীবন আহম্মেদ ৩৭ জন নিরীহ যুবককে ইতালি নিয়ে যাওয়ার কথা বলে না পাঠিয়ে প্রতারণা করছে। এ চক্রের সাথে রয়েছে জীবনের ভাই লিবিয়া প্রবাসী বেলগাছি গ্রামের সাগর। নির্মম এ নির্যাতনের ভিডিও দেখে স্বজনরা হয়ে পড়েছেন উদ্বিগ্ন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীদের পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের জান্টু মেম্বরের ছেলে জীবন আহম্মেদ নিরীহ যুবকদের প্রলোভন দেখিয়ে বলেন-তার ভাই সাগরের মাধ্যমে ইতালি গেলে পাওয়া যাবে মোটা অংকের বেতনের চাকরি। বিনিময়ে প্রত্যেককে ১৩ লাখ টাকা দিতে হবে। এই টাকার বিনিময়ে তাদের দুবাই থেকে ইতালি পাঠানো হবে। তার

প্রলোভনে পড়ে ওই গ্রামের ঠান্ডুর ছেলে জীম ও ঠান্ডুর স্ত্রী বেদানা খাতুন, বজলুর রহমানের ছেলে সবুজের মাধ্যমে হাউসপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে মামুনুর রশিদ, খেজুরতলা গ্রামের তামসের আলীর ছেলে মিঠুন, একই গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে তুহিন হক, আব্দুল মজিদের ছেলে তিতাস, আজগর আলীর ছেলে জুয়েল রানা, সাজাহান আলীর ছেলে হাসিবুল ইসলাম, তমেজ আলীর ছেলে আরিফুল ইসলাম, হাসান মন্ডলের ছেলে বকুল হোসেন, শওকত আলীর ছেলে নয়ন হক, ফারুক হোসেনের ছেলে আবু সাঈদ, জমসেদ আলীর জুনায়েদ হাসান প্লাবন, আল মামুনের ছেলে আবু জাফর, মহাবুল হোসেনের ছেলে সাগর আলী, মনির উদ্দিন মন্ডলেল ছেলে মিল্টন আলী, অহিদুল ইসলামের ছেলে মোশারফ আলী, নজরুল ইসলামের ছেলে বিপুল হোসেন, নাসির উদ্দিনের ছেলে নিশান মিয়া, আনিছ আলীর ছেলে আব্দুল্লাহ জাহিদ, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে সজিব হোসেন, ফজলুর রহমানের ছেলে হৃদয় আহমেদ টিটন, জহুরুল নগরের লাল্টু রহমানের ছেলে সবুজ আলী, কাবিলনগর গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে বিপ্লব হোসেন, ঘোলদাড়ি গ্রামের শ্রী চিত্তরঞ্জনের ছেলে শ্রী সনজিত কুমার, কেশবপুর গ্রামের মাহাবুল ইসলামের ছেলে মামুন আলী, চুয়াডাঙ্গার সদর উপজেলার মোমিনপুর গ্রামের সমীর আলীর ছেলে তরিকুল ইসলামসহ ৩৭ জন বিদেশের উদ্দেশে পাড়ি জমায়।

বিভিন্ন তারিখে নগদ ও ব্যাংকের মাধ্যমে ১৩ লাখ টাকা করে পরিশোধ করে। টাকা পেয়ে জীবন গং ভুক্তভোগীদের দুবাই নিয়ে যায়। দুবাই থেকে ইতালি নিয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও তারা প্রতারণা করে দুবাই থেকে লিবিয়া নিয়ে যায়। লিবিয়ায় নিয়ে গিয়ে একটি গোপন কক্ষে আটকিয়ে রেখে মধ্যযুগীয় কায়দায় শারীরিক নির্যাতন করে। লিবিয়ায় অমানবিক নির্যাতনের ভিডিও মোবাইলের মাধ্যেমে দেশে এসব যুবকদের স্বজনদের কাছে পাঠিয়ে মোটা অংকের টাকা নিয়েছে। টাকা নেওয়ার পরও তারা ওইসব যুবকদের সেখানে আটকিয়ে রেখে জন প্রতি আরও ২২ লাখ টাকা দাবী করছে। এ অবস্থায় ভুক্তভোগী যুবকদের স্বজনরা মোবাইলে এ দৃশ্য দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তারা না পারছেন টাকা পাঠাতে না পারছেন সেখান থেকে তাদের মুক্ত করতে। কোন উপায় না পেয়ে সঠিক পথ খুঁজে পেতে ও বিচারের আশায় যাদবপুর গ্রামের আব্দুস সুবহানের স্ত্রী ছাবিনা খাতুন, খেজুরতলা গ্রামের নাসির উদ্দিনের স্ত্রী সাবানা খাতুন ও জুয়েল আলীর স্ত্রী পলি খাতুন হাউসপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে মাসুদ রানা, খেজুর তলা গ্রামের ওহিদুল ইসলামের স্ত্রী কল্পনা খাতুন থানা পুলিশের নিকট অভিযোগ দিয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতারকদের গ্রেফতারসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন ভুক্তভোগী ৩৭ জনের পরিবারের সদস্যরা। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ভুক্তভোগী জুয়েল রানার স্ত্রী পলি খাতুন।

এবিষয়ে জানতে চাইলে চুয়াডাঙ্গা সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনিসুজ্জামান লালন বলেন, আমরা ভুক্তভোগী পরিবারের নিকট থেকে অভিযোগ পেয়েছি। আমরা দালালদের গ্রেফতারে অভিযান পরিচালনা করছি। একইসাথে এটা নিয়ে সিআইডির সাথে কথা হয়েছে। তারাও প্রকৃত ঘটনা উন্মোচনসহ অপরাধী সনাক্ত ও আটকে কাজ করবে।

আলমডাঙ্গায় সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

জমি সংক্রান্ত বিরোধের তদন্ত পূর্বক সুষ্ঠ বিচার ও জীবনের নিরাপত্তা ঝুকি এড়াতে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন আলমডাঙ্গার হাড়গাড়ি গ্রামের ভাদু মালিতা।

আজ শনিবার তিনি এ সাংবাদিক সম্মেলের আয়োজন করেন।

লিখিত সাংবাদিক সম্মেলনে ভাদু মালিতা জানান, গত ১১ ফ্রেবুয়ারী আমার মালয়েশিয়া প্রবাসি ছেলে আক্তারুজ্জামান সকাল সাড়ে ৭ টার দিকে বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিল। পথিমধ্যে গ্রামের মৃত নুর মোহাম্মদের ছেলে এক সময়ের সিরাজ বাহিনীর সন্ত্রাসী নাসির উদ্দিন সহ তার দলবল জমি জায়গা নিয়ে অযুহাত দিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরী করে। এরই জের ধরে মৃত ফয়েজ উদ্দিনের ছেলে মজনু, মৃত রাজ আলী মন্ডলের ছেলে আনোয়ার হোসেনের নির্দেশে নাসির উদ্দিন তার দলবল জান্টু,আব্দুস সামাদকে সাথে নিয়ে আমার ছেলে আক্তারুজ্জামানকে হত্যার উদ্দেশ্যে কুপিয়ে জখম করে। তারা পূর্বে আমার ছেলের কাছে চাঁদা দাবী করে না পেয়েই এ ঘটনা ঘটায়। পরে আমার ছোটভাইসহ স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

এ মারধরের ঘটনায় ওই রাতেই ৫ জনকে আসামী করে মামলা দায়ের করি।

মামলা আদালতে চলমান রয়েছে। তারা আদালত থেকে জামিন নিয়ে এসে স্থানীয় আওয়ামী লীগের প্রভাব খাটিয়ে মামলার ৩ আসামী নাসির হোসেন,জান্টু ও আব্দুস সামাদ আমাদের নানাভাবে উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। রাস্তা ঘাটে দেখা হলেই তারা আমাদের প্রাণ নাশের হুমকি দেয়।আমি, আমার পরিবারসহ ভাই ভাতিজারা নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছি। গত বৃহস্পতিবার (২৪ অক্টোবর) সকালে আমি গ্রামের আশরাফুলের চায়ের দোকানে গেলে সন্ত্রাসী নাসির হোসেন সবার সামনে আমার গলা চেপে ধরে মামলা তুলে না নিলে হত্যার হুমকি দেয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরও উল্লেখ করেন শুধু আমি না গ্রামের অনেকেই তার সন্ত্রাসের শিকার। সন্ত্রাসী নাসির হোসেন আওয়ামী লীগের আমলে নানা অপকর্ম করে গত ৫ আগস্টের পর পট পরিবর্তন হলে বিএনপির নেতা দাবী করে নানা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করছে। এক সময়ে সিরাজ বাহিনীর সন্ত্রাসী হওয়ায় আমাদের বিভিন্ন ভাবে অস্ত্রের ভয় দেখায়। তার অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ। আমি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন পূর্বক সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সুষ্ঠ বিচার ও আমাদের পরিবারের সকলের জীবনের নিরাপত্তার দাবী জানাচ্ছি।

আলমডাঙ্গা ব্রাইট মডেল স্কুলের পরিচালক জাকারিয়া হিরোর সাংবাদিক সম্মেলন

আলমডাঙ্গা ব্রাইট মডেল স্কুলের প্রশাসনিক ভবনের জায়গা দখল ও স্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টাসহ নানান অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে পরিচালক জাকারিয়া হিরো।

আজ শনিবার বিকেল ৪ টার দিকে ব্রাইট মডেল স্কুল এন্ড কলেজের অফিস কক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন।

লিখিত সংবাদ সম্মেলনে ব্রাইট মডেল স্কুল এন্ড কলেজের পরিচালক জাকারিয়া হিরো বলেন, গত ২০১০ সালে ব্রাইট মডেল স্কুল নামে

শিক্ষার্থীদের সম্মান ও নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে উপস্থিত সাংবাদিকদের নিকট লিখিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দের সহযোগীতা ও হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

মেহেরপুরে সাংবাদিক সম্মেলনের বিরুদ্ধে পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলন

মেহেরপুরে সাংবাদিক সম্মেলনের বিরুদ্ধে পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল করিম।

উপজেলা ইমারত নির্মাণকারী শ্রমিক ইউনিয়নের আয়োজনে গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন অফিসে এ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

এসময় সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল করিম,সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, সদস্য কুতুব উদ্দিন ও বাবু তাদের বক্তব্যে বলেন, গতকালকে ঘটে যাওয়া সংবাদ সম্মেলনে তোলা অভিযোগ, “প্রভাব দেখিয়ে জোরপূর্বক ভোট করিয়ে ক্ষমতায় থাকা, কোন সাধারণ শ্রমিকদের খাতে হিসেব দিতে না পারা, বেকার বয়স্ক শ্রমিকদের ১১ মাস বেকার ভাতা না দেওয়া” এই সব অভিযোগ সম্পুর্ন মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

তারা আরো বলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের কমিটি নিয়ে সাবেক সভাপতি সহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফুরকান আলী, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল ইসলাম যা বলেছেন তা মিথ্যা, বানোয়াট এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

ধর্ষককে গ্রেফতারের দাবীতে আলমডাঙ্গা প্রসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাস বাগুন্দা গ্রামের রমজান আলীর ছেলে ধর্ষক আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে লিখিত সংবাদ সম্মেলন করেন ধর্ষিতার পক্ষে মানবতা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এ্যাডঃ মানি খন্দকার।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মানবতা ফাউন্ডেশনের গন সংযোগ কর্মকর্তা হাফিজ উদ্দিন হাবলু,অপারেশন অফিসার এ্যাডঃ জিল্লুর রহমান জালাল,মোটিভেশন অফিসার জাকিয়া সুলতানা ঝুমুর।

বেলা বারোটার দিকে আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে ফাতেমা খাতুনের পক্ষে মানি খন্দকার লিখিত বক্তব্য বলেছেন আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী মোসাম্মৎ ফাতেমা খাতুন (২০) পিতা মৃত খেদের আলী মাতা মোসাম্মৎ মর্জিনা খাতুন শংকরচন্দ্র, থানা চুয়াডাঙ্গা সদর, জেলা চুয়াডাঙ্গা, এপি বাসা নম্বর ২৭৪ (ছাপাখানা মোড়) থানা মিরপুর মডেল ঢাকা জন্ম নিবন্ধন নম্বর ২০০৪১৮১২৩৭১১২৭২৯৬,মোবাইল নাম্বার ০১৯৯৯৫৬১৪১৪,আমার মা ও ভাবিকে সঙ্গে নিয়ে থানায় আসিয়া আসামি ১। আলাউদ্দিন (৪৩) পিতা মোহাম্মদ রমজান আলী মাতা সাহিদা বেগম, সাং খাস বাগুন্দা,থানা আলমডাঙ্গা জেলা চুয়াডাঙ্গা জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর ৬৪৫৮২৯৩৬৫৮ এর বিরুদ্ধে এই মর্মে এজাহার দায়ের করিতেছে যে,আমার বাবা মারা যাওয়ার পর সাংসারিক অভাব অনটনের কারণে আমার মা আমাকে আমার চাচাতো ভাইয়ের স্ত্রী মোসাম্মৎ সুলতানা ইভা এর বাসায় রাখেন। আমি প্রায় ১৩ বছর ধরে আমার ভাবি মোছাম্মৎ ইসমাত সুলতানার সাথে তার বাসায় বসবাস করিয়া আসতেছি।চাকরির সুবাদে আমি ভাবির সাথে মিরপুর মডেল থানাধীন (ছাপাখানা মোড়)বাসা নম্বর ২৭৪ তে বসবাস করি। আসামি মোহাম্মদ আলাউদ্দিন ৪৩, আমার ভাবি মোসাম্মৎ কিসমত সুলতানা এর আমেরিকান প্রবাসী আপন শাশুড়ি

মোছাম্মদ নাদিরা বেগমের দ্বিতীয় স্বামী হাওয়াই প্রায়ই উক্ত বাসায় যাওয়া আশা করতে থাকেন। আসামি বাসায় আসিয়া প্রায়ই অবস্থান করিতেন। আমার ভাবি উপজেলা কৃষি অফিস নারায়ণগঞ্জ, ঢাকায় কর্মরত এবং তাহার স্বামী বেসরকারি চাকরির সুবাদে প্রতিনিয়ত আমাকে বাসায়

একা রেখে যেতেন। তার স্ত্রী সরকারি চাকরির সুবাদে প্রতিনিয়ত আমাকে বাসায় একা রেখে কর্মস্থলে যাইতেন। প্রতিদিনের ন্যায় ১৫/২/২০২৪ তারিখ সকাল অনুমান ৮ ঘটিকার সময় ভাবি ও তার স্বামী আমাকে ও তার সৎপিতা আসামিকে ঢাকা মিরপুর থানাধীন ছাপাখানা মোড় বাসা নম্বর ২৭৪(৬তলায়) এর বাসায় রাখিয়া তাদের দুই সন্তানকে দিয়ে অফিসে যান। একই তারিখ বেলা অনুমান ১১ টার সময় আমি বারান্দায় বসে থাকা অবস্থায় আসামি আমাকে কাজের কথা বলিয়া রুমে ডেকে নিয়ে যায়।

একপর্যায়ে স্ত্রী আমেরিকার প্রবাসী হাওয়াই, আসামির স্ত্রী তাহাকে আমেরিকায় নিয়ে যাবে বলে প্রলভন দেই,বলেন আমি বিদেশ চলে গেলে তোমাকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া সহ আমার নামের সম্পত্তি দিয়া ও আমাকে বিবাহ করবে বলিয়া বিভিন্ন প্রলোভন দেখাইয়া আমার পরণে থাকা সালোয়ার কামিজ খুলিয়া ধর্ষণ করেন। এরপর হইতে আসামি বিভিন্ন সময় উক্ত সময় আসিয়া আমাকে বিবাহের প্রলভন দেখাইয় ধর্ষণ করতে থাকেন। আসামি সর্বশেষ গত ৮/ ৫/ ২০২৪ তারিখে বেলা অনুমান ১১ ঘটিকার সময় আমাকে উক্ত বাসার আসামির স্বয়ন কক্ষের মধ্যে ধর্ষণ করে।পরবর্তীতে আমি অন্তঃসত্তা হইলে বিষয়টি আমার ভাবিকে বিস্তারিত জানালে ভাবি ঘটনার বিবরণ শুনিয়া আমার মা ও ভাই সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে আলোচনা করেন ঘটনার বিস্তারিত আমার মা ভাই ও পরিবারের সাথে আলোচনা করিয়া তাহাদের সহায়তায় মিরপুর মডেল থানায় আসিয়া এজাহার দাখিল করি।মীরপুর মডেল থানার শিশু নির্যাতন মামলা নং২৬ তারিখ ৯/৬/২৪।বাদী মোছা ফাতেমা খাতুন।

মেহেরপুরে বিএনপির প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন

মেহেরপুর জেলা বিএনপি থেকে বহিস্কৃত বিএনপি নেত্রী রোমানা ইসলাম নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন।

আজ রবিবার (২৮ এপ্রিল) বেলা ১২ টার সময় মেহেরপুর প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন তিনি।

এসময় জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও সাবেক পৌর মেয়র আব্দুর রহমান, পৌর মহিলা দলের সাংগাঠনিক সম্পাদক সাবেক কমিশনার বেদেনা খাতুন উপস্থিত ছিলেন।

এর একদিন আগে শনিবার (২৭ এপ্রিল) বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী তাকে বহিষ্কার করেন।

রোমানা ইসলাম মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ও সদর উপজেলা পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান ছিলেন। ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনেও তিনি সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান পদের প্রার্থী ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে রোমানা ইসলাম বলেন, সঙ্গত কারনে বিএনপি এই সরকারের অধীনে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারসহ সকল পর্যায়ের নির্বাচন বর্জন করেছে। তাই দলীয় সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে আমার প্রার্থীতা প্রত্যাহার ও নির্বাচন বর্জন করলাম।
দলের জাতীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তার দলীয় পদ ফিরিয়ে দেওয়ারও আবেদন জানান তিনি।

দর্শনায় স্ত্রীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগে থানায় মামলা, সাংবাদিক সম্মেলন

দর্শনা শৈলমারী গ্রামে এক স্বামীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তার স্ত্রীর। এ অভিযোগের ভিত্তিতে বিচারের নামে ডাকা হয় দর্শনা থানায়। এসময় বাদি-বিবাদি সহ গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গকে নিয়ে থানায় হাজির হলে বিবাদি সাহেব আলীকে ধরে থানা কাষ্টরিতে আটকে রাখা হয়। এদিকে বিচার-সালিশের নামে থানায় ডেকে বিবাদিকে আটকে দেওয়ার ঘটনায় দর্শনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন।

অভিযোগে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের দর্শনা থানাধীন শৈলমারী গ্রামের মাঝপাড়ার মৃত আকবার আলীর ছেলে

মিজানুর রহমান দর্শনা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগে বলেন, আমার ছেলে মো: সাহেব আলীর স্ত্রী মোছা: সহিদা ওরফে নূপূরের সহিত সংসার করাকালে বিগত ৪/৫ মাস পূর্বে অন্যথায় পরকীয়ায় লিপ্ত হয়।

এ পরকিয়ার ঘটনা নিয়ে তাদের উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে উক্ত বিষয়টি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আপোষ মিমাংসা করা হয়। এ আপোষ-মিমাংসার পরেও আমার ছেলের স্ত্রী সহিদা ওরফে নুপুর পূণরায় পরকীয়ায় লিপ্ত হয় এবং ঘটনা সম্পর্কে আমার ছেলে অবগত হওয়ার পর তার স্ত্রীকে মারধর করে।

উপরোক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে আমার ছেলের স্ত্রী সহিদা ওরফে নুপুর কয়েকদিন পূর্বে আমার ছেলে সাহেব আলীর নামে দর্শনা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করে। এ অভিযোগের তদন্তভার দর্শনা থানার এস,আই নিতিশ কুমারের উপর।

এঘটনায় গত ২১ আগষ্ট সোমবার দর্শনা থানার এসআই নিতিশ কুমার উক্ত ঘটনা মিমাংসার জন্য বিকাল সাড়ে ৫ টায় আমার ছেলে ও তার স্ত্রী মোছা: সহিদা ওরফে নুপুরকে দর্শনা থানায় হাজির হতে বলে। পরবর্তীতে আমি সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ বিকাল সাড়ে ৫ টার সময় দর্শনা থানায় উপস্থিত হওয়া মাত্রই দর্শনা থানার এসআই নিতিশ কুমার আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে থানার কারাগার বন্দি করে রাখে।

এ আপোষ-মিমাংসায় আমি সহ উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়ন আ.লীগ সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির আহব্বায়ক ও দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক ভিপি জামাল উদ্দিন, দর্শনা ট্রাক ও ট্রাংকলরী শাখার সভাপতি ইস্রাফিল হোসেন হাবলু, বেগমপুর ইউনিয়ন আ.লীগ সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির সদস্য জাহাঙ্গীর আলম, মোবারক হোসেন (ড্রাইভার), আলমঙ্গীর হোসেন সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

তিনি আরও বলেন, সালীসের নামে থানায় ডাকিয়া আনিয়া দর্শনা থানার এসআই নিতিশ কুমার যে কর্মকান্ড ঘটইয়াছে তাহা অপমান জনক ও ক্ষমতার অপব্যবহার বলে মনে করি এবং উক্ত ঘটনায় আমি সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গের সম্মানের হানী ঘটে।

এবিষয়ে দর্শনা থানার এসআই নীতিশ কুমার বলেন, সালিস বৈঠকের নামে কাউকে ডাকা হয়নি। তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করলে তাকে আটক করা হয়। দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব

কুমার সাহা বলেন, তার স্ত্রীকে মেরে হাত ভেঙ্গে দেওয়ার ঘটনায় তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন। যা গতকাল সোমবার সন্ধা ৬ টা ৩৫ মিনিটে মামলা রেকর্ড হয়েছে।